ভারতের বিদেশনীতিতে বাংলাদেশ : জাতীয় নিরাপত্তা এবং আঞ্চলিকতা

গবেষক:কৌশিক বৈদ্য
রেজিস্ট্রেশন নং:A00IR1200315

তত্বাবধায়ক:
প্রফেসর ইমনকল্যাণ লাহিড়ী

আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগ
যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়
কলকাতা - ৭০০ ০৩২

ভারতের বিদেশনীতিতে বাংলাদেশ : জাতীয় নিরাপত্তা এবং আঞ্চলিকতা

ভারত-বাংলাদেশ দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের বিবর্তন বিগত পঞ্চাশ বছরে এক দীর্ঘ পথ অতিক্রম করেছে। এই পর্যায়ের একদি কে রয়েছে যেমন ভারতের অভ্যন্তরীণ রাজনীতিতে জরুরী অবস্থার মতো সংকটকালীন সময় পেরিয়ে গণতন্ত্রের বীজ বপন, তেমনই অন্যদিকে রয়েছে মুজিব-পরবর্তী সময়ে দীর্ঘ সামরিক শাসনের পর্যায়কাল শেষ করে বাংলাদেশেরও গণতন্ত্রের অভিমুখে যাত্রা। বিশ্বায়ন-পরবর্তী সময়ে আন্তর্জাতিক রাজনীতির জটিলতর সমীকরণ ও একুশ শতকের কালপর্বে চীনের উত্থান ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্ককে নিঃসন্দেহে

এক অন্য মাত্রা দিয়েছে। দক্ষিণ এশিয়ায় শান্তি-স্থিতি ও স্থিতাবস্থা রক্ষার ক্ষেত্রে ও ধর্মীয় মৌলবাদী শক্তিসমূহকে পরাস্ত করে একটি ধর্মনিরপেক্ষ অঞ্চল হিসেবে এই এশীয় ভূভাগকে গড়ে তোলার ক্ষেত্রে দুই দেশেরই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। ভারতের দিক থেকে দেখলে 'অ্যাক্ট ইস্ট পলিসি'-কে বাস্তবায়িত করার ক্ষেত্রে বাংলাদেশই হল অন্যতম প্রবেশদ্বার, যার সঙ্গে বিশ্বস্ত মিত্রতা একদিকে যেমন দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার অন্য দেশের সঙ্গে বাণিজ্যিক সম্পর্কের বিকাশ ঘটাতে পারে, তেমনই নিজ দেশের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের সঙ্গে যে

দীর্ঘমেয়াদী দূরত্ব, তা হ্রাস করতেও সক্রিয় ভূমিকা নিতে পারে এই সম্পর্কের উষ্ণতা ও উচ্চতা। গণপ্রজাতন্ত্রী চীনের বিরুদ্ধে এক প্রতিস্পর্ধী আঞ্চলিক জোট ও এক শক্তিশালী আঞ্চলিকতা গড়ে তোলার ক্ষেত্রেও ভূমিকা নিতে পারে এই ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্কের বিশ্বস্ততা। আলোচ্য গবেষণায় বর্তমান গবেষকের পক্ষ থেকে হাজির করা হয়েছে এই সম্পর্ক গড়ে ওঠার বস্তুগত ভিত্তি ও ঐতিহাসিক বাধাসমূহকে। দুই দেশের রাজনৈতিক নেতৃত্ব, শক্তিশালী আমলাতন্ত্র, বিকশিত গণমাধ্যম ও নাগরিক সমাজের সর্বজনগ্রাহ্য প্রতিনিধিরা কীভাবে এই বাধাকে অতিক্রম করতে পারেন, তাও দেখানো হয়েছে অত্যন্ত নির্মোহ ভঙ্গীতে। আগামীদিনের বিশ্বপরিস্থিতিকে মাথায় রেখে এক শক্তিশালী দক্ষিণ এশিয়া গড়ে তোলার ক্ষেত্রে এই গবেষণা আশা রাখি নিঃসন্দেহে বহুজনের ভাবনার রসদ হবে।